দর্শনায় রাজবাড়ির দু’মাদক ব্যবসায়ী ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক পাচারকালে রাজবাড়ির দু’মাদক ব্যাবসায়ীকে ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার সন্ধা সোয়া ৬ টার দিকে তাদেরকে ৩০ বোতল ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার করেন দর্শনা থানাধীন রামনগর বটতলা মোড়স্থ আ.লীগ অফিসের সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে। এসময় তাদের দখলে থাকা একটি মটরসাইকেল উদ্ধার সহ জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার কুড়াপাড়ার আজমল বিশ্বাসের ছেলে সুমন বিশ্বাস (২৭) ও একই উপজেলার মাওরাট (মৌরাট) এলাকার কুদ্দুস শেখের ছেলে মুসতাকিম শেখ (২২)। তাদেরকে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ বিশ্বাস, এএসআই সানোয়ার হোসনে সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল ও ফেনসিডিল ফেলে পালালো তারা

পুলিশ দেখে ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে গেলেন দুই মাদক কারবারী। পরে ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৬৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও তাদের ব্যবহৃত একটি ডায়াং ফিফটি মোটরাসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।

আজ শনিবার (২৩ জুলাই) সকালের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর বাজারের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য

নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি টীম ফেনসিডিল পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে রামনগর গ্রামের মোড়ে অবস্থান নেন।

পরে (ঢাকা-মেট্রো-২-৩৩-৩১২১) একটি হিরোহোন্ডা মোটরসাইকেল দুই জন আরোহীসহ আসতে দেখে সিগন্যাল দেয় পুলিশ। দুর থেকে পুলিশ দেখে রাস্তার উপর মোটরসাইকেল ও ফেনসিডিল ফেলে মাঠের মধ্যে নেমে পালিয়ে যায় ফেনসিডিল কারবারীরা। পরে ৬৬ বোতল ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করে পুলিশ।

এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজ্জু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে একজন আদালতের পরোয়ানভূক্ত আসামীসহ নিয়মিত মামলায় ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (২৩ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার অভিযানে এসব আসামী গ্রেফতার হয়। এসময় মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় ২ টি ও মুজিবনগর থানায় ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের শনিবার (২৩ জুলা্ই) লতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশের সুপারের কন্ট্রোল রুম।

কোটচাঁদপুর গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মীকে আটকে রেখে মারপিটের অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাাঁদপুরে জয়নাল মন্ডল নামের এক গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মী সোমা খাতুন (২২)কে ঘরে আটকে রেখে মারপিট করার অভিযোগ উঠেছে।

খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মডেল থানা সংলগ্ন আম বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সোমা কোটচাঁদপুর থানা এলাকার খোকনের মেয়ে।

ভুক্তভোগী গৃহকর্মী সোমার পিতা খোকন জানায়, গেল দুই মাস হল তাঁর মেয়ে জয়নাল মন্ডলের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নেন। সে দুই মাস কাজ করলেও পারিশ্রমিক দেননি গৃহকর্তা জয়নাল। ওই টাকা চাওয়ায় বৃহস্পতিবার সোমার বিরুদ্ধে ১০ ভরি রৌপ্য, ১ ভরি সোনার চেইন ও নগদ ৪৫ হাজার টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে ঘরে আটকে রাখেন গৃহকর্তা। এরপর তার উপর পাশবিক নির্যাতনও করেন জয়নাল।

তিনি আরো বলেন, এ সময় জয়নাল তার স্ত্রী-সন্তান সবাই সোমার উপর শারীরিক নির্যাতন করেন। এছাড়া থানা থেকে সাদা পোশাকধারী দুই পুলিশ সদস্যকে ডেকে নিয়ে তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হয়। এরপর তারাও নির্যাতন করেন।

এদিকে সময় মত মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় চিন্তায় পড়ি। পরে সোমার মোবাইল নাম্বারে কল করলে মোবাইল রিসিভ করেন বাড়ির মালিক জয়নাল। তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েকে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখি। পরে তারা আমাকে চুরির কথা বলেন। পরে মেয়েকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত দাবি করেন। সাথে সাথে দোষিদের বিচার ও দাবি করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পিতা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক নাজিবুল জানান, নির্যাতনের অভিযোগে ভুক্তভোগী গৃহকর্মী বাদি হয়ে জয়নাল ও তার ছেলে জাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা করা হবে।

দর্শনার আজমপুরে দুধর্ষ চুরি

দর্শনা পৌরসভার বাজার সংলগ্ন আজমপুর গ্রামে দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে চোরেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন লুট করে পালিয়েছে।

এ দুধর্ষ চুরির ঘটনাটি ঘটেছে দর্শনা আজিমপুরের আয়াত আলীর বাড়ি। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় করা হয়েছে সাধারন ডায়েরী। জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার আজিমপুরের (আল্লাহরদান হোটেলের পিছনে) গ্রামের বাসিন্দা মৃত শরবত আলীর ছেলে দর্শনা রেল বাজারের মৌ কনফেকশনারী ফাস্টফুডের মালিক আয়াত আলী বাড়ি গত বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে একদল চোর চক্র হানা দেয়।

এসময় চোরেরা তার বাড়ি অভিনব কায়দায় প্রবেশ করে বসতঘরের শয়ন কক্ষের ডেসিন টেবিলের ড্রয়ারের মধ্য থেকে নগদ ৩৫ হাজার টাকা, দুই জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, ১টি স্বর্ণের আংটি, ২ টা এ্যানড্রোয়েট মোবাইল ফোন চুরি করে নির্বিগ্নে পালিয়ে যায়।

বাড়ির গৃহকর্তা আয়াত আলী জানান, প্রতিদিনের ন্যায় গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পাই ঘরের আসবাবপত্র সহ অন্যান্য মালামাল এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। এতে বুঝতে পাড়ি রাতের কোন এক সময় ঘরের মধ্যে চোরেরা প্রবেশ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে। এ চুরির ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করেছে আয়াত আলী।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। চোর

ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল আলা উদ্দীন হত্যা মামলায় ৪ আসামির যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২ টার সময় এক জনাকীর্ণ আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন।

একই আদালত একই ঘটনায় অপর একটি মাদক মামলায় আসামিদের ৭ বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় বাকি ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (৪৫), মৃত জামাত আলীর ছেলে রুবেল (২৮), সোনা উল্লাহর ছেলে শাকিল হোসেন (২৮) ও কালু মন্ডলের ছেলে আনিচ (৩৫)।

খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আবু বকর সিদ্দিক ও একই গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আতিয়ার রহমান।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই সুবীর রায় ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাজিপুর থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাস আসতে দেখে পুলিশের ওই

দলটি গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে। এসময় নিজেদের গায়ে টর্চের আলো ফেলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসের চালককে নেমে আসতে বলেন।

পরে ফেনসিডিল বহণকারী মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিকে চালিয়ে পালানো চেষ্টা করে। এসময় কনস্টেবল আলাউদ্দীন তার রাইফেলের বাট দিয়ে চালকের সামনের কাচ ভেঙ্গে দেন।

এসময় মাইক্রোবাসটি থেমে যায়। পরে পুলিশের কনেস্টবল আলাউদ্দীনকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসের বাম্পারের সাথে বাধিয়ে টেনে ছেঁচড়িয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সামনে নিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার সময় মারা যান তিনি।

পরের দিন ২৫ জুলাই সকালের দিকে কুষ্টিয়ার মিরপর উপজেলার বলিদাপাড়া থেকে ওই মাইক্রোবাসটি (যার নং কুষ্টিয়া-চ-০২-০০১১) মামলার প্রধান আসামি আনিছ বাড়ির পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে জব্দ করা হয়। এসময় মাইক্রোবাসের সীটের নিচ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ২৫ জুলাই পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎকালিন আইসি সুবীর রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের স্পেশাল ক্ষমতা আইনে হত্যা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মুক্তার আলী ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। হত্যা মামলায় ১৬ জন এবং মাদক মামলায় ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহম্মেদ বিজন, কামরুল হাসান ও খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী কাজী শহিদুল হক বলেন, মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক ৪ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এটা ন্যায় বিচারের একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

আসামী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, রায় ভাল হয়েছে। তবে মামলার তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট ত্রুটি রেখে চার্জশীট দিয়েছেন। আমরা পরবর্তিতে উচ্চ আদালতে যাবো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫, মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ জন ও সিআর মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার করেছে।

এদিকে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩০ পিচ ইয়াবা, ১০০ গ্রাম গাঁজা, ২ গ্রাম হেরোইন ও একটি ছাগল উদ্ধার করেছে। এছাড়া সদর থানায় উদ্ধার হয়েছে ৪ পিচ ইয়াবা।

বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপপরিদর্শক) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ধারী প্রতারক আটক

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নেওয়া মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২৪) নামে এক প্রতারককে আটক করেছে র্যাব।

বুধবার বিকেলের দিকে সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

আটককৃত প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল এলাকার মোঃ আব্দুর রহমানের ছেলে।

সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান, কুষ্টিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সরকারী চাকুরীজীবি পরিচয়ে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক প্রতারক চক্র চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে।

এসময় আসামীর নিকট হতে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ৩সেট, সেনাবাহিনীর বুট ১ সেট, সেনাবাহিনীর আইডি কার্ড ১টি, সেনাবাহিনীর বেল্ট ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রাইভিং লাইসেন্স ১টি, সেনাবাহিনীর ফিল্ড ক্যাপ ১টি, সেনাবাহিনীর কাপড়ের মাস্ক ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রেস

পরিহিত ছবি ৫টি, ন্যাশনাল আইডি কার্ড ১টি, মোবাইল ফোন ১টি এবং সীম কার্ড ১টি, উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামী তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং বহু লোককে চাকুরী দেওয়ার কথা বলে টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে জানায়। উদ্ধারকৃত আলামত সহ ধৃত আসামীর

বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর মডেল থানায় একটি প্রতারনার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অভিযোগে দুটি দোকানে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়, মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ প্যাকেটজাত করার অপরাধে গাংনী উপজেলা শহরের একটি মুদি ও একটি বীজের দোকানে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে দোকান দুটিতে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অফিসের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়, মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে গাংনী শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মেসার্স শফিকুল স্টোরকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স মেহেদী বীজ ভান্ডারকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ বিক্রয় ও অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ প্যাকেটজাত করে বিক্রয়ের অপরাধে ৪৫ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে জব্দকৃত বিপুল পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও বীজ জব্দ করে তা প্রকাশ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এসময় জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে মুদিখানা, তেল, বীজ ভান্ডারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিলি করা হয়। জনস্বার্থে আগামীতেও এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ পলিথিন শপিংব্যাগ ব্যবহার: ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিক্রয় ও ব্যবহার বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযান চালানো হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের মিউনিসিপাল বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ মজুদ ও বিক্রয়ের অপরাধে একটি দোকানের মালিককে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ খাদিজা খাতুন।

এসময় তিনি জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ মজুদ ও বিক্রয়ের অপরাধে একটি দোকানের মালিককে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার, নমুনা সংগ্রহকারী শেখ মহিদুল হক, সেলিম মাহমুদ (ল্যাব এটেনডেন্ট) এবং কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ বিভাগের সদস্যবৃন্দ।

পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী এ অভিযান চলমান থাকবে।